২০/২/২০০৩

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শিশুর বিকাশ

ভ্রূণ থেকে শুরু করে জন্মের পর কয়েক বছর শিশুর ব্রেইন একটি জটিল প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় যত্ন নেয়া, গর্ভাশয়ের পরিবেশ জন্মের পর শিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশ এবং নিউরনগুলোর বিকাশ– সব ক্ষেত্রেই প্রকৃতি, প্রতিপালন ও উভয়টাই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা এ সময়ের জন্য কিছু সাজেশন দিয়েছেন। সাজেশনগুলোতে শিশুর দৃষ্টিশক্তি, অনুভূতি সৃষ্টি, হাঁটতে, কথা বলতে শেখা কিংবা খেলা করার ধারণা তৈরি– এসব বিষয় সংশ্লিষ্ট।

শব্দ ও ভাষা

মানব মস্তিষ্কে শব্দ শেখার সময়টি সারাজীবন ধরেই চলে। তবে পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত ভাষা শেখার জন্য শিশুর ব্রেইনের সংশ্লিষ্ট নিউরনগুলো উন্মুখ থাকে। এরপর শব্দ শেখা গেলেও ভাষা বা বাক্য গঠন করা কঠিন হয়। মাতৃভাষার বাইরে দ্বিতীয় একটি ভাষা শেখার উৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে ছয় বছর পর্যন্ত। এরপর থেকেই এ দক্ষতাটির হ্রাস পেতে থাকে। অনেকেই পরিণত বয়সে নতুন ভাষা শিখছেন। তবে তার জন্য নিজের ব্রেইনের সঙ্গে কতটুকু লড়াই করতে হয় তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন।

বিদেশী ভাষা প্রাথমিক স্কুলেই শেখানো উচিত

আসলে দশ বছর পর্যন্তই শিশুর ব্রেইনের সবচেয়ে বেশি বিকাশ হয়। এরপর নিউরনের সিন্যাপসিসগুলো (অব্যবহৃত ও দুর্বল স্নায়ুকোষ) ধ্বংস হতে থাকে। শুধু সেসব সিন্যাপসিস আকস্মিক অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সচল হয়ে সেগুলো থেকে যায়। এ আকস্মিক অভিজ্ঞতার বিষয় জিন-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিশোর বয়সের শেষ দিকে এবং যৌবনের উষালগ্নে ব্রেইনের স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা কমতে থাকে। তবে ব্রেইনের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। এ সময় প্রতিভা এবং সুপ্ত প্রবণতাগুলো বিকশিত হয়। সবেচেয়ে বড় কথা হল, শিশুটি অনেকের মধ্যে একজন হবে কিনা, সে সম্ভাবনা জিন-এর মধ্যেই থাকে। তবে সে সম্ভাবনাটি 'বিখ্যাত'-এর দিকে যাবে না 'কুখ্যাত'-এর দিকে যাবে, সেটি নির্ভর করে শিশু বয়সে তার বিকাশের ধরনের ওপর। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিপালনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাগুলো থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেছে। সেটি হল, বিদেশী ভাষা প্রাথমিক স্কুলেই শেখানো উচিত। এর পরে নয়। আর তিন-চার বছর বয়স থেকে শুরু করতে পারলে আরও ভাল হয়। আর একটি সমৃদ্ধ ও নিরাপদ ডে-কেয়ার সেন্টার আজ আর বিলাসিতা বা মায়েদের জন্য বাড়তি কোন সুবিধা নয় বরং এটি আগামী প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

আফাজউদ্দিন বিপ্লব